২৬-০৮-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - মিষ্টি বাবা এসেছেন তোমাদের এই তিক্ত দুনিয়া থেকে মুক্ত করে মিষ্টি বানাতে, এইকারণে খুবই মিষ্টি হও"

প্রশ্ন :- এখন বাচ্চারা তোমাদের এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা কেন এসেছে ?

উত্তর : - কেননা এই দুনিয়া কুম্ভী পাক নরক অর্থাৎ নরকের অন্তিমে এসে পৌঁছেছে, এখানে সবই তিক্ত । তিক্ত অপবিত্রদেরই বলা হয় । সবাই এই বিষয় বৈতরণী নদীতে ধাক্কা খায়, তাই তোমাদের এখন এর প্রতি ঘৃণা এসেছে ।

প্রশ্ন :- মানুষের একটি প্রশ্নে দুটি ভুল থাকে, প্রশ্ন কোনটি আর ভুলইবা কোনটি ?

উত্তর :- মানুষ বলে থাকে আমার মনের শান্তি কিভাবে আসবে ? এতে প্রথম ভুল হলো, মন কিভাবে শান্ত হবে - যতক্ষণ না তা শরীর থেকে আলাদা না হয় আর দ্বিতীয় ভুল হলো যখন বলে সকলেই ঈশ্বরের রূপ, পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী, তাহলে শান্তি কার চাই আর কেই বা তা দেবে ?

ওম শান্তি । তোমরা বাচ্চারা জানো যে শান্তিধাম থেকে বাবা এসেছেন এবং বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করছেন - কোন্ বিচারধারায় বসেছো ? তোমরা জানো যে বাবা তাঁর মিষ্টি ঘর, শান্তিধাম থেকে এসেছেন - সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য । বাবা বলেন, এখন তোমরা তোমাদের মিষ্টি ঘরকেই স্মরণ করছো না কি আরো অন্য কিছু স্মরণে আসছে ? এই দুনিয়া আর মিষ্টি নয়, খুবই তিক্ত । তিক্ত জিনিসই দুঃখ দেয় । বাচ্চারা জানে এখন আমরা সেই মিষ্টি ঘরে যাবো । আমাদের বেহদের বাবা খুবই মিষ্টি । আর যে সমস্ত বাবা এখন আছে তারা তিক্ত, পতিত এবং ছিঃ - ছিঃ । ইনি হলেন সকলের বেহদের বাবা । এখন কার মতে চলতে হবে । বেহদের বাবা বলেন - বাচ্চারা এখন তোমাদের শান্তিধামকে স্মরণ করো আর সাথে সাথে সুখধামকেও স্মরণ করো । এই দুঃখধামকে ভুলে যাও । একে তো খুব কড়া নাম দেওয়া হয়েছে - কুম্ভী পাক নরক (ভয়াবহ), যেখানে বিষয় বৈতরণী নদী বয়ে যায় । বাবা বোঝান যে এই সম্পূর্ণ দুনিয়াই হলো বিষয় বৈতরণী নদী । সবাই এইসময় দুঃখ পাচ্ছে, এইকারণে এই দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা হয় । এই দুনিয়া হলো খুবই নোংরা দুনিয়া, এই দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আসা প্রয়োজন । যেমন সন্ন্যাসীদের ঘর সংসারের প্রতি বৈরাগ্য আসে । তারা মনে করে স্ত্রী হলো সর্পতুল্য, ঘরে থাকার অর্থ হলো নরকে থাকা, এখানে ধাক্কা খেতে হবে । এই বলে তারা গৃহত্যাগ করে । এ দুইই নরকের দ্বার । তাদের ঘরে ভালো লাগে না তাই জঙ্গলে চলে যায় । তোমরা গৃহত্যাগ করো না, ঘরেই থাকো । জ্ঞানের দ্বারা তোমরা বুঝতে পারো । বাবা বাচ্চাদের বোঝান, এ হলো বিষয় বৈতরণী নদী । সকলেই এখানে ভ্রষ্টাচারী হয় । এখন বাচ্চারা তোমাদের আমি শান্তিধামে নিয়ে যাবো । সেখান থেকে তোমাদের ক্ষীরসাগরে পাঠিয়ে দেবো । আমি তোমাদের সারা দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আনিয়ে দিই, কারণ এই দুনিয়ায় কোনো শান্তি নেই । সমস্ত মানুষ শান্তির জন্য মাথা খুঁড়তে থাকে । সন্ন্যাসী আদি যারাই আসুক না কেন, তারা মনের শান্তি চাইবে অর্থাৎ তারা মুক্তিধামে যেতে চায় । তারা এমন প্রশ্নও জিজ্ঞেস করে - মন তো শান্ত হতেই পারে না । যতক্ষণ না আত্মা শরীর থেকে পৃথক হয় । এক তো বলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, আমরা সকলেই ঈশ্বরের রূপ, তাহলে এই প্রশ্ন কেন ? ঈশ্বরের শান্তির কি কারণে প্রয়োজন ? বাবা বোঝান যে - শান্তি তো তোমার গলার হার । তোমরা বলো যে

আমাদের শান্তি চাই । প্রথমে তো বলো, আমরা কে ? আত্মা নিজের স্বধর্ম আর নিবাস স্থানকে ভুলে গেছে । বাবা বলেন তোমরা আত্মারা হলে শান্ত স্বরূপ । তোমরা শান্তিদেশের নিবাসী । তোমরা তোমাদের মিষ্টি ঘর আর মিষ্টি বাবাকে ভুলে গেছো । ভগবান একজনই হন । ভক্ত হয় অনেক । ভক্ত হলো ভক্তই, তাকে ভগবান কি করে বলবে । ভক্ত তো সাধনা প্রার্থনা করে, হে ভগবান, কিন্তু ভগবানকে জানেও না, তাই তারা দুঃখী হয়ে গেছে । এখন তোমরা বুঝে গেছো, আসলে তোমরা শান্তিধামের অধিবাসী ছিলে, তারপর সুখধামে গিয়েছিলে তারপর আবার রাবণ রাজ্যে এসেছো ।

তোমরা অলরাউন্ড পার্ট করো । প্রথমে তোমরা সত্যযুগে ছিলে । ভারত তখন সুখধাম ছিলো । এখন তো দুঃখধাম । তোমরা আত্মারা হলে শান্তিধামের বাসিন্দা, বাবাও সেখানেই থাকেন । বাবার মহিমা হলো তিনি পতিত পাবন এবং জ্ঞানের সাগর । জ্ঞানের দ্বারা তিনি পবিত্র বানান । তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর তাই মানুষ তাঁকে ডাকে । এর থেকে সিদ্ধ হয় যে এখানে জ্ঞান নেই । যখন জ্ঞান সাগর আসবেন, তাঁর থেকে জ্ঞানের নদী বেরোলেই তোমরা জ্ঞানের স্নান করবে । জ্ঞানের সাগর তো এক পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয় । তিনি যখন আসবেন , সন্তান তৈরী করবেন, তখনই জ্ঞান প্রাপ্ত করবে আর সদ্গতি হবে । যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে তখন থেকেই ভক্তি শুরু হয়েছে অর্থাৎ পূজারী হয়েছো । এখন আবার পূজ্য হচ্ছো । পবিত্রকে পূজ্য আর পতিতকে পূজারী বলা হয় । সন্ন্যাসীদের পায়ে মানুষ ফুল দেয়, মাথাও নোয়ায় । মানুষ ভাবে তাঁরা পবিত্র আর আমরা পতিত, বাবা বলেন যে এই দুনিয়ায় কেউই পবিত্র হতে পারে না । এ হলো বিষয় বৈতরণী নদী । ক্ষীরসাগর বিষ্ণুপুরীকে বলা হয়, যেখানে তোমরা রাজ্য করো । বাবা বলেন যে তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো আর তোমাদের মিষ্টি ঘরকে মনে করো । কর্মতো করতেই হয় । পুরুষদের কাজ কারবার আর মায়েদের ঘর সামলাতে হয় । তোমরা ভুলে যাও তাই অমৃতবেলার সময় খুব ভালো । সেই সময় স্মরণ করো, সবথেকে ভালো সময় হলো অমৃতবেলার । যখন দুজনেই ফ্রি । আবার সন্ধ্যেবেলাও সময় পেতে পারো । কিন্তু ভাবো, ওই সময় কেউ পরিশ্রান্ত থাকতে পারে, আচ্ছা তখন না হয় আরাম করো কিন্তু ভোরে উঠে স্মরণ করো । বাবা এসেছেন সমস্ত আত্মাদের নিয়ে যেতে । এখন ৮৪ জন্মের পার্ট শেষ হয়েছে । তোমাদের এই খেয়াল রাখা উচিত । তোমাদের সবথেকে ভালো কামানোর সময় হলো ভোরবেলা । এখনকার অর্জিত পুণ্যই সত্যযুগে কাজে আসবে । এখন তোমরা বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিয়ে থাকো । ওখানে অর্থের কোনো অসুবিধা নেই, কোনো চিন্তা নেই । বাবা তোমাদের এতটাই ঝুলি ভরে দেন যে, কামাইয়ের জন্য কোনো চিন্তা থাকে না । এখানে মানুষের রোজগারের কত চিন্তা থাকে । বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য দুশ্চিন্তা মুক্ত করেন । তাই ভোরবেলা উঠে নিজের সঙ্গে এমন কথা বলো । আমরা আত্মারা হলাম পরমধামের নিবাসী, বাবার সন্তান । প্রথমের দিকে আমরাই স্বর্গে আসি । আবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিই । বাবা বলেন, ৫ হাজার বছর আগে তোমরা কতো ধনবান ছিলে, তখন ভারত স্বর্গ ছিলো । এখন তো তা নরক, দুঃখধাম । এক বাবাই সবার সদ্গতিদাতা হন । একজন আর একজনকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত । সত্যযুগে এক ভারতই ছিলো, তাকে স্বর্গ, জীবনমুক্ত বলা হতো । নরককে জীবনবন্ধ বলা হয় । প্রথমে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজ্য ছিলো, তারপর বৈশ্য এবং শূদ্রবংশী রাজ্য হয়েছে । আসুরী বুদ্ধি হওয়ার কারণে একজন আর একজনকে দুঃখ দিতে থাকে । প্রত্যেক লৌকিক বাবাও তার সন্তানের চাকরে পরিণত হয় । বিকারে গিয়ে তারা সন্তানের জন্ম দেয়, তাদের লালন পালন করে তারপর তাদের নরকের দিকে ঠেলে দেয় । যখন তারা বিষয় বৈতরণী নদীতে ধাক্কা খায় তখন লৌকিক বাবা খুশী হন । কতো ভোলাভালা তারা । এই পারলৌকিক বাবাও ভোলা, তিনিও বাচ্চাদের পরিচারক । লৌকিক বাবা বাচ্চাদের নরকে ঠেলে দেয় আর এই বাবা

শান্তিধাম, স্বর্গে নিয়ে যান । পরিশ্রম তো করেন । কত ভোলা তিনি । নিজের পরমধাম ছেড়ে তিনি এসেছেন । তিনি দেখেন, আত্মাদের কত দুর্গতি হয়েছে । আমাকে তারা গালি দিতে থাকে, অথচ আমাকে জানে না । আমার রথকেও গালি দিয়ে কত মিথ্যা কলঙ্ক লাগিয়ে দিয়েছে । তোমাদের উপরও কলঙ্ক লাগিয়ে দিয়েছে । শ্রীকৃষ্ণের উপরও কলঙ্ক লাগায় । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন গোরা থাকে তখন কেউ কলঙ্ক লাগাতে পারে না । আত্মা পবিত্র থেকে যখন অপবিত্র হয় তখন গালি খেতে থাকে । এই নাটক বানানো হয়ে আছে । বেচারা মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না । খুব দ্বিধায় পড়ে – জানি না, এ কোনপ্রকারের জ্ঞান । শাস্ত্রতে তো এইকথা নেই । এই কথা ভুলে গেছে যে , শিবশক্তি ভারত মাতাদের সেনারা কি করেছিলো । জদদম্বাকে শিবশক্তি বলা হয়, তাই না । তাঁর মন্দির বানানো আছে । দিলওয়াড়া মন্দিরও আছে । মন হরণ তো এক শিববাবাই করেন । ব্রহ্মাও আছেন, তারপর জগদম্বা আর তোমরা কুমারীরাও আছো । মহারথীও আছেন । তোমরা হুবহু প্রত্যক্ষভাবে আছো । এ হলো তোমাদের জড় মূর্তির স্মরণ । এই জড় মূর্তির স্মরণ শেষ হয়ে যাবে তারপর তোমরা সত্যযুগে যাবে । ওখানে এই স্মরণ থাকবে না । ৫ হাজার বছর আগেও তোমরা এইভাবে বসে ছিলে, তোমাদের স্মরণ হয়েছিলো । তারপর সত্য এবং ত্রেতাযুগে রাজত্ব করেছিলে । তারপর ভক্তিমার্গে পুজোর জন্য এই মূর্তি বানানো হয় । ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করকেও তোমরা জেনে গেছো । বিষ্ণুই ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হতে ৮৪ জন্ম লাগে ।

এখন তোমরা আবার পুরুষার্থ করছো, অনুসরণ তোমাদের মাম্মা – বাবাকেই করা উচিত । যত পুরুষার্থ করবে তত স্বচ্ছ হতে থাকবে । পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ কত সহজে বাবা শেখান । বাবাকে আর তোমাদের মিষ্টি ঘরকে স্মরণ করতে থাকবে, তাহলেই তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবে । ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণের অভ্যাস করতে হবে । এরপর যখন পাকা হয়ে যাবে তখন চলতে ফিরতে স্মরণ হতে থাকবে । আমাদের তো মিষ্টি ঘর আর মিষ্টি রাজধানীর স্মরণ করতে হবে । প্রথমে আমরা সতোপ্রধান হবো, তারপর সতো, রজো আর তমোতে আসবো, এতে কোনো সংশয় আসতে পারে না । দ্বিধার কোনো কথাই নেই । পবিত্র তোমাদের থাকতেই হবে । দেবতাদের ভোজন কত পবিত্র হয় । তাই তোমাদেরও অনেক সাবধানে থাকতে হবে । এতে জিজ্ঞেস করার কোনো কথাই থাকে না । বুদ্ধি বলে যে – এক তো বিকার হলো সবথেকে খারাপ । দ্বিতীয় – মদ বা কাবাব (মাংস) খাওয়া উচিত নয় । বাকি পতিত যারা তাদের পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি ছাড়া ভোজনে অসুবিধা হয় । বাবা বোঝান যে ব্রাহ্মণ ছাড়া পবিত্র ভোজন কোথাও পাওয়া যাবে না । তোমাদের বাবার স্মরণে থাকতে হবে । তোমরা যত স্মরণে থাকবে তত পবিত্র হবে । বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে । আমরা কোন্ যুক্তির দ্বারা নিজেদের বাঁচাতে পারবো । বুদ্ধির দ্বারাই কাজ করতে হবে । গৃহস্থ জীবনেই থাকতে হবে, তাই লৌকিক সম্বন্ধের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখতে হবে । তাদেরও কল্যাণ করতে হবে । তাদেরও এই কথা শোনাতে হবে । বাবা বলেন, পবিত্র হও নাহলে অনেক শাস্তি পেতে হবে আর পদও কম পাবে । যারা পাস উইথ অনার হবে তাদেরই মালা বানানো আছে । এখন সকলেরই অন্তিম সময়, সবারই পাপের হিসাব শোধ হবে ।

বাবা বোঝান যে স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম ভস্ম হবে, এতেই যত পরিশ্রম । জ্ঞান তো অনেক সহজ । সমস্ত নাটক আর ঝাড় বুদ্ধিতে এসে যায় । বাকি মিষ্টি বাবা, মিষ্টি রাজধানী আর মিষ্টি ঘরকে স্মরণ করতে হবে । এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, তাই ঘরে ফিরে যেতে হবে । এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে সকলকেই ফিরে যেতে হবে । এইকথা পাক্কা মনে রাখতে হবে । এমন স্মরণ করতে

করতেই শরীর ত্যাগ করবে আর তোমরা আত্মারা চলে যাবে । এ হলো খুবই সোজা । এখন তোমরা সামনে বসে শোনো আর অন্য বাচ্চারা টেপের মাধ্যমে শুনবে । একদিন টেলিভিশনেও মানুষ এই জ্ঞান অবশ্যই শুনতে আর দেখতে পাবে । সবকিছুই হবে । পিছনের দিকে যারা আসবে তাদের জন্য তো আরো সহজ হয়ে যাবে । বাচ্চারা হিম্মত দেখালে বাবা সাহায্যকারী হন । এরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে । এই সেবা যারা করবে তারাও খুব ভালো হবে । তাই বাচ্চাদের উন্নতির জন্য এইসবকিছুর ব্যবস্থা খুব ভালোভাবে হয়ে যাবে । তারাও যাকে চাইবে তাকেই নিতে পারবে । এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । মুসলমানরাও একসাথে সবাইকে জাগিয়ে তোলে নামাজ পড়ার জন্য । তারাও বলে ভোরবেলা উঠে আল্লাকে স্মরণ করো । এই সময় শুয়ে থাকার জন্য নয় । বাস্তবে এ হলো এখনকার কথা । আল্লাকে স্মরণ করো - কেননা তোমরা বেহস্থের বা স্বর্গের বাদশাহী পাও । বেহেস্তকে ফুলের বাগিচা বলা হয় । ও তো এমনিই গেয়ে থাকে । তোমরা তো প্র্যাকটিকালি বাবাকে স্মরণ করে দেবতা হতে চলেছো । এই যে ভোরে ওঠার অভ্যাস, এ খুবই ভালো । ভোরবেলা বায়ুমণ্ডল খুব সুন্দর থাকে । রাত ১২ টার পরের সকাল শুরু হয়ে যায় । ২ - ৩ টের সময়কে প্রভাত বলা হয় । ভোরবেলা উঠে শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করা উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার স্মরণে থেকে পবিত্র এবং শুদ্ধ ভোজন গ্রহণ করতে হবে । অশুদ্ধির থেকে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে । মাম্মা - বাবাকে অনুসরণ করে পবিত্র থাকার পুরুষার্থ করতে হবে ।

২) ভোরবেলা উঠে মিষ্টি বাবাকে আর মিষ্টি রাজধানীকে স্মরণ করতে হবে । এই অন্তিম সময়ে বাবার স্মরণেই সব হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে ।

বরদান :- কম্বাইন্ড স্বরূপের স্মৃতিতে থেকে কম্বাইন্ড সেবা করে সফলতা মূর্ত হও ।

শরীর এবং আত্মা যেমন কম্বাইন্ড, ভবিষ্যৎ বিষ্ণু স্বরূপও কম্বাইন্ড, এমনই বাবা আর আমি আত্মাও কম্বাইন্ড, এই স্বরূপের স্মৃতিতে থেকে স্ব - সেবা এবং সর্ব আত্মার সেবা যদি সাথে সাথে করো, তাহলেই সফলতামূর্ত হতে পারবে । এমন কখনোই বলো না যে সেবাতে ব্যস্ত থাকার কারণে স্ব - স্থিতির চার্ট ঢিলে হয়ে গেছে । এমনভাবে সেবা করো না যে ফিরে এসে বলতে হয়, মায়া এসে গেছে, তাই মুড অফ হয়ে গিয়েছিলো ফলে ডিস্টার্ব হয়ে গিয়েছিলাম । নিজের এবং সকলের সেবা কম্বাইন্ড বা একসাথে হওয়াই হলো সেবার বৃদ্ধির সাধন ।

স্লোগান :- হদের ইচ্ছার অবিদ্যা হওয়াই মহান সম্পত্তিবান বানিয়ে দেয় ।